বাপী সেন, বঙ্গসংস্কৃতি ও পুলিশ

অজিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

বাপী সেন, এককথায় বলতে গেলে, 'শহীদ' হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন তার সহকর্মীদের হাতে। তিনি যেহেতু পুলিশ বিভাগে কাজ করতেন, তাই খবর হলো 'তিনি পুলিশের হাতেই খুন হয়েছেন'। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা পুলিশ বিভাগের কলঙ্ক'। আমার মনে হয়, এটা সকলের কলঙ্ক। সারা পশ্চিমবঙ্গের কলঙ্ক। বিহার বা উত্তর ভারতের দৃষ্টান্ত, আর কোন মুখে দেব আমরা?

আমরা যে কথায় কথায় নিজেদের সংস্কৃতির গর্ব করি, কলকাতাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলি, কোথায় লুটিয়ে গেল, সে গর্ব? কয়েক দশক ধরে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ডাইনি বলে মেয়েদের ওপর অত্যাচারও হয়েছে আদিবাসী গ্রামে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ঘটনাক্রম বলে দিচ্ছে ক্রমাগত কি সংস্কৃতি কি অর্থনীতি, অথবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। পুলিশের যে অংশটি দুর্নীতিগ্রস্থ এবং ব্রিটিশ আমল থেকে কর্তাভজা ও অত্যাচারী বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ যে তেমন নেই, তাদের ব্যবহার করার প্রবণতা যে বেড়েছে কয়েক দশকের ইতিহাস সে কথাই বলছে। ব্রিটিশ শাসকের সময় যারা কুখ্যাত পুলিশ, দেশ 'স্বাধীন' হবার পর তারাই দেশভক্ত পুলিশ। সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে যারা খুনি পুলিশ, যাদের নাম সংবাদপত্র আলো করে ছিল, তারা পালাবদলের পর প্রগতিশীল পুলিশ হয়ে গেল। কোনও শাস্তি হলো না তাদের।

কংগ্রেস আমলে বামপন্থী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে চাপের মুখে রেখেছিল শাসকদের। ট্রাফিক পুলিশ তখন হাতে করে প্রকাশ্যে পয়সা নিত না। বেআইনি লরি ছেড়ে দিত। লরির ড্রাইভার যে খুচরো ছুঁড়ে দিয়ে যেত, পাড়ার অল্পবয়সী ছেলেকে দিয়ে তা কুড়িয়ে নিত। অর্থাৎ একটু লজ্জা ছিল। এখন সে সব লজ্জা সঙ্কোচ উঠে গেছে। কতবার সংবাদপত্রে ছবি বেরিয়েছে যে ট্রাফিক পুলিশ লরির ওপরে উঠে টাকা নিচ্ছে?

তার একটা কারণ হলো বিরোধী দলের কোনও চাপ নেই। সুস্থ গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নির্মাণে বিরোধী দলেরও একটা বড় ভূমিকা থাকে। এই সদ্য একটি খবর বেরিয়েছে বিরোধী দল তৃণমূলের সাহায্যে একটি পৌরসভা ভেঙে গিয়ে শাসকদল ক্ষমতা দখল করেছে। কংগ্রেসী আমলে বিরোধী দল সিপিএম বা আরএসপিকে বা বামফ্রন্টের অন্য শরিকদের কিছুতেই এভাবে ব্যবহার করতে পারত না কংগ্রেস। আর সে কারণেই, এমন কি জরি অবস্থায়ও অত্যাচারী কংগ্রেস এবং পুলিশও চাপে থাকত। এই চাপ না থাকার ফলে যে 'শান্তিকল্যাণ' চলছে তার আড়ালে চলছে দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি এবং দুঃশাসনী কাজ কারবার। আর আমরা সবাই মেষশাবকের মতো সে সব দেখেই চলেছি।

বাপী সেন শহীদ হলেন মেয়েদের সম্মানরক্ষার জন্য। তার সঙ্গে যে লোকজন গাড়িতে ছিল, তারা ছিল নীরব দর্শক। যে মেয়েটির জন্য শহীদ হলেন, সে হয়ে গেল বেপাত্তা। ফলে আইনত শাস্তি হওয়া কঠিন হয়ে যাবে, সাক্ষীর অভাবে। এ-ভাবেই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় অপরাধীরা। এই সময় মনে পড়ে যায় পোর্ট থানার ডি.সি. হত্যার কথা, পুলিশ হেফাজতে এই-কারণে ধৃত ইদ্রিসের কথা। ইদ্রিসের মৃত্যু হলো পুলিশ হেফাজতে। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কিনারা হলো না সে মৃত্যুর।

আসলে সামাজিক গণতন্ত্রীদের এই দীর্ঘকালীন শাসনে দিক্‌নির্দেশ নেই। যে বিপ্লবের স্বপ্নে অন্যায় ও অত্যাচারের বিদ্ধে মানুষ লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে সে স্বপ্ন তিরোহিত। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে প্রতিবাদ যারা করবেন, তাদের বুঝে নিতে হবে তাদের পাশে কেউ নেই। বন্ধুদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও বাপী সেন শহীদ হলেন! তিনি ব্যক্তিমানুষ হিসেবে বীর। আমরা দুদিন বাদেই সব ভুলে যাবো।

যেমন আমরা ভুলে গিয়ে আবার ধান্দাবাজি ও ভোগবাদে ডুবে যাচ্ছি প্রতিদিন। একটাই ভরসা বাপী সেনরা এখনো এই সমাজে আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com